প্রত্যাশা

উঠবে আবার নীতির রবি করবে আধার দূর,
এদেশ আবার রূপ নেবে ঠিক মনের স্বপ্নপুর। ছুটবে সেদিন ভ্রান্তি যতো খুব গুটিয়ে লেজ, এদেশ থেকে মুছে যাবে সব ছলনার তেজ।

পতন হবে মিথ্যাচার আর দুষ্ট লোকেদের, মানব বুকে মানবতা বাঁধবে বাসা ফের।
মান পাবে জন পাওনা যতো করলে কোনো কাজ, সব জনতার হৃদয় জুড়ে প্রত্যাশা এই আজ।

ঈদের খুশি

ঈদের খুশি রাশি রাশি
এলো ত্রিশ রোজা শেষে,
বাঁকা চাঁদ উঠলো হেসে
নীল আকাশের দেশে।

আনন্দ আর উল্লাসে খুশি পাড়া-প্রতিবেশী,
খুশির ছোঁয়ায় ভাসলো স্বদেশ
ভাসলো দেশবাসী।

রোজা

বছর ঘুরে রহমত নিয়ে এলো রমজান ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভোলালো রমজান। মসজিদে যাই মুসল্লি নামাজ করে না কাজা।

খোদার ভয়ে দিনের বেলায় খায় না যারা খানা, তাদের প্রতিদান নিজের হাতে দিবেন আল্লাহ তাআলা। উম্মতে মুহাম্মদীর সৌভাগ্য এই রোজা,
পালন যারা করল না তারাই কপাল পোড়া।

রমজানের ফজিলত যায় না ব্যাখ্যা করা,
সত্তর দিনের ইবাদতের সমান একটি রোজা।
মুমিন যদি হতে চাও পালন করো রোজা,
রোজা তোমার নিঃশেষিত করবে সকল গুনাহ।

হারিয়ে গেছে

নিমেষে হারিয়ে গেল সময়
বদলে গেল বাধাহীন হৃদয়,
হারিয়ে গেছে শৈশব-স্মৃতি
মুছে গেছে কৈশোর-প্রীতি।

হারিয়েছে কত শত চেনা মুখ হারিয়ে গেল মনের সুখ, হারিয়ে গেছে এককুঁড়ি বসন্ত শুকিয়েছে কত ফুল ফুটন্ত।

হারিয়েছে অনেকপ্রিয় বন্ধুটি ভুলে গেছি সব খুঁনশুটি, হারিয়ে গেছে নির্মল বায়ু কমে গেছে বাঁচার আয়ু।

হারিয়ে গেছে লাজ-লজ্জা সর্বত্রই দেখি পথ সজ্জা, আজ হারিয়ে গেছে সত্য মিথ্যায় বন্দি সকল তথ্য।

হারিয়ে গেছে সভ্য সভ্যতা বিলিন হলো মানবের মানবতা,

হারিয়ে গেছে জ্ঞানীর সবগুন ফুরিয়েছে কবি আত্নার ফাগুন।

আজ হারিয়েছে হাসি-আনন্দ
হারিয়ে গেছে রাজনীতির ছন্দ, হারিয়েছে ডাক্তার বাবুর সততা সর্বত্রই এখন অসত্য অস্থিরতা।

চাঁদের নিমন্ত্রণ

ঘুম নেই রাত্রি গভীর চাঁদের আলো পাখির শব্দে ভাবনা এলোমেলো.. ফুলের গন্ধ যায় ভেসে যায় দূরে ঝিঁঝি পোকার শব্দ আসে সুরে।

কোথাও কোথাও তিলাঘুঘু ডাকে ইমলিপাতার ফাঁকে বসে ফাঁকে.. মনের কানে শুনে এবং ভেবে
ঘুমে যেতে চেষ্টার প্রদীপ নেবে।

ঘুমহীন যেন চোখ দু’টো টলটলে অদৃশ্য থেকে কে যে- যায় বলে.. বাইরে চলে আয় দেখে যা নীলে পূর্ণিমার চাঁদ আলো ছড়ায় ঝিলে।

মুজিব মানে

মুজিব মানে- ঐতিহাসিক
ঝঞ্ঝা বিলোল তর্জনী
মুজিব মানে-ছিন্ন কলির

শোভন ফেরা অর্জন-ই।
মুজিব মানেই-উথাল ভুবন স্বাধীনতার কর্ষণে–
মুজিব মানেই- শোণিত শ্রাবণ ঝরে আঁখি বর্ষণে!!

জ্বালা

কি জ্বালা
নিজের জীবন
নিজের সব
লুকোচুরি খেলা।

এবার বুঝি হবে
এক নতুন রঙের মেলা
যেখানে থাকবে অনেক
দৌড়াদৌড়ির খেলা।

কি বুঝি ক্রান্ত হবেনা
নিজের জীবন
নিজেই সাজাই
মাথা ঘামাই কারা,
সমাজের কাছে ভালো
কিন্তু সত্যিই খারাপ যে তাহারা।

শূন্য উদ্যান – জান্নাতুন

নাহার নূপুর

ভালোবাসি কথাটি বলা হয়নি আজও
ভাবতে গেলে লজ্জাবতীর মতই চুপসে যাই। মুখে না বলা ভালোবাসা উচ্চমার্গীয় হয় যখন হৃদয়েশ্বরী জানে হৃদয়ের অনুভব।

আমি তো আছি বেঁচে
তোমার থেকে পাওয়া শত উপঢৌকন
সাজানো গুছানো অতি দামী স্মৃতি নিয়ে।
এসবকিছুর অন্তর্ধানে
হাজির হবে যমদূত
শোকের সুর আমার মৃত্যুক্ষণ।

জানতে পারো যদি দেহত্যাগের কথা
তবে নাহয় সমাজকে উপেক্ষা করে এসো একবার
দেখে যেও; ভালোবাসার দাবানলে ঝলসে যাওয়া নিপুকে!

তোমার কাছে এভাবেই ঋণী হয়ে থাকতে চাই
বারবার বহুবার।
আর তোমার প্রাপ্তি হোক আমার বিরহে শূন্য উদ্যান।

শুকতারা আমি – লিটন রায়

রূপালি চাঁদের মায়া জ্যোৎস্নাময়
তা-দেখে প্রেমেতে পরো, নয় জ্বালাময়!
পৃথিবীর সব আলো নয় তার দামী
টিপটিপ জ্বলে দেখ শুকতারা আমি।

রূপালি চাঁদে যেদিন গ্রহণ লাগবে
অন্ধকার নিশিতে ভয়ভীত হবে,
সেদিন থাকব আমি শুকতারা হয়ে
আর তুমি অপ্রকাশি কথা বলো ভয়ে।

□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□
□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□
□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□

□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□ □□□ – □□□: □□□□ □□□□□□□ □□□

□□□ □□□
□□□ □□ □□□□□,
□□□□□□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□ □□
□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□,
□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□ □□□
□□□ □□□□□□ □□□□□□